বি. দ্র.- চলতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে বেতন পরিশোধ করতে হবে। যথাসময়ে বেতন পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে ৫০ টাকা বিলম্ব ফিসহ বেতন পরিশোধ করতে হবে। পরপর তিন মাস বেতন পরিশোধে ব্যর্থ হলে ভর্তি বাতিল হবে এবং পুনরায় ভর্তি ফি দিয়ে পুনঃ ভর্তি হতে হবে।

প্রত্যয়ন পত্র / প্রশংসাপত্র ঃ

কোন ছাত্র-ছাত্রীর বিশেষ কারণে বিদ্যালয় হতে প্রত্যয়ন পত্র/প্রশংসা পত্র নেওয়ার প্রয়োজন হলে ২০০/- (দুইশত) টাকা প্রত্যয়ন পত্র ফি প্রদান করতে হবে।

পরিচয়পত্র ঃ

স্কুল কর্তৃক প্রদত্ত পরিচয়পত্র প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকে সাথে রাখতে হবে। পরিচয়পত্র হারিয়ে গেলে নির্ধারিত ১৫০/- (একশত পঞ্চাশ) টাকা স্কুল অফিসে জমা দিয়ে ৭ দিনের মধ্যে পুণরায় তা সংগ্রহ করতে হবে।

ভর্তি বাতিল ঃ

কোন অভিভাবক বিশেষ প্রয়োজনে শিক্ষার্থীর ভর্তি বাতিল করে ছাড়পত্র নিতে চাইলে প্রতিষ্ঠানের সমুদয় পাওনা পরিশোধ করে তা নিতে পারবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর পরিচয়পত্র ফেরত দিতে হবে এবং ছাড়পত্র ফি বাবদ ২০০/- (দুইশত) টাকা হিসাব শাখায় জমা দিতে হবে।

শিক্ষক-অভিভাবক দিবস ও যৌথ সভা :

শিক্ষার্থীদের জ্ঞান বিকাশের পথকে গতিশীল করার জন্য শিক্ষকের যেমন ভূমিকা আছে তেমনি অভিভাবকেরও রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। শিক্ষক ও অভিভাবকের সমন্বিত উদ্যোগে ও যত্নে শিক্ষার্থীদের সার্বিক উন্নয়নের কার্যকরী পন্থা গ্রহণ করা হলে শিক্ষার্থী স্বল্প সময়ে ও সহজে অধিকতর যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। এ বিষয়কে সামনে রেখে শিক্ষক-অভিভাবক দিবসের আয়োজন করা হয়। এ দিবসে শিক্ষার মানোন্নয়ন, ছাত্র ছাত্রীদের সমস্যা নিয়ে শিক্ষক ও অভিভাবকগণ নির্দ্বিধায় তাদের যে কোনো সমালোচনা, পরামর্শ, সরাসরি অথবা পরামর্শ বক্সের মাধ্যমে আমাদের কাছে উপস্থাপন করতে পারেন। আমরা শিক্ষকদের মাসিক বৈঠকে এসব সমালোচনা ও পরামর্শ পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে আমাদের এ প্রতিষ্ঠানকে একটি শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে সর্বদা সচেষ্ট।

উপসংহার :

প্রাতিষ্ঠানিক শৃঙ্খলা, শ্রেণি পরীক্ষার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের চূড়ান্ত পরীক্ষার সর্বোচ্চ প্রস্তুতি, ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক অভিভাবক সু-সম্পর্ক, সহপাঠ কার্যক্রম এসব মিলে **'ব্যাংক কলোনি ল্যাবরেটরি স্কুল'** ইতোমধ্যে সুধী মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীরা উপজেলা ও জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে সফলতা অর্জন করছে। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি আমাদের সার্বিক প্রস্তুতি নতুন প্রজন্মকে প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বের উপযোগী করে গড়ে তুলতে সহায়ক হবে। পরিবর্তনশীল সমাজের সাথে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য শিক্ষার্থীর দক্ষতা, সৃজনশীলতা ও স্বাধীনভাবে শিক্ষা গ্রহণের আগ্রহ সৃষ্টিতে **'ব্যাংক কলোনি ল্যাবরেটরি স্কুল'** সদা সচেষ্ট। সর্বোপরি সকলের সর্বাত্মক সহযোগিতা, পরামর্শ ও মহান সৃষ্টিকর্তার অশেষ রহমতে আমাদের এ আয়োজন পরিপূর্ণতা লাভে সক্ষম হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

অধ্যক্ষের বাণী

'আলোকিত মানুষ আলোকিত দেশ' - এই মূলমন্ত্রকে ধারণ করে এগিয়ে চলছে **'ব্যাংক কলোনি ল্যাবরেটরি স্কুল'** এর শিক্ষা কার্যক্রম। ছাত্র-ছাত্রীদের যথার্থ ও উন্নত শিক্ষায় শিক্ষিত করে উন্নত ক্যারিয়ার গঠনের পাশাপাশি মন ও মননের উন্নতি ও বিকাশ সাধন করার মধ্য দিয়ে 'আলোকিত মানুষ' গঠনের এক সুমহান লক্ষ্যকে সামনে রেখে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'ব্যাংক কলোনি ল্যাবরেটরি স্কুল'।

যুগোপযোগী শিক্ষার মাধ্যমে দেশ, জাতি গঠনের নিমিত্তে ও মানবকে সম্পদে পরিণত করতেই প্রতিষ্ঠিত হয় ' ব্যাংক কলোনি ল্যাবরেটরি স্কুল' শিক্ষার্থীদের জ্ঞান, মেধা ও চারিত্রিক গুণাবলীর উৎকর্ষ সাধন করে তাদেরকে দেশপ্রেমিক, মূল্যবোধসম্পন্ন, প্রতিশ্রুতিশীল এবং দায়িত্ববান আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলাই 'ব্যাংক কলোনি ল্যাবরেটরি স্কুল' এর লক্ষ্য। ডিজিটাল কন্টেন্ট ও স্মার্টবোর্ড এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের আধুনিক সময়োপযোগী নতুন শিক্ষাদানের কার্যক্রম পরিচালনায় স্কুল পরিচালনা পরিষদের সম্মানিত সদস্যবৃন্দের আহবানে একঝাঁক দক্ষ নিবেদিত প্রাণ, যোগ্য ও প্রশিক্ষিত শিক্ষক নিষ্ঠার সাথে পাঠদানে সর্বদা নিয়োজিত আছেন। পাঠ্যক্রম শিক্ষার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের সুস্থ মানসিক ও শারীরিক বিকাশের প্রয়াসে শরীরচর্চা, খেলাধুলা ও সংস্কৃতিচর্চায় 'ব্যাংক কলোনি ল্যাবরেটরি স্কুল' এর রয়েছে আধুনিক পাঠাগার, বিশুদ্ধ সুপেয় পানির ব্যবস্থা, কর্মসহায়ক দক্ষ কুশীলব ও সুযোগ্য নেতৃত্বের সুষম সমন্বয়ে সুশৃঙ্খল পরিবেশ।

'ব্যাংক কলোনি ল্যাবরেটরি স্কুল' সাভারের অন্যতম সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক ও সুধীজনের কাছে ইতোমধ্যে পরিচিতি লাভ করেছে। পরম করুণাময় আল্লাহ্‌র অশেষ মেহেরবানীতে এ প্রতিষ্ঠান উত্তরোত্তর সাফল্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি পরিচালনা পরিষদের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, শিক্ষকমণ্ডলীসহ সম্মানিত অভিভাবক ও সুধীজনের সার্বিক সহযোগিতায় **'ব্যাংক কলোনি ল্যাবরেটরি স্কুল'** একদিন বিশ্বমানের আদর্শ শিক্ষায়তন হিসেবে স্বীকৃতি লাভে সক্ষম হবে ইনশাআল্লাহ্‌। আল্লাহ্‌ আমাদের সহায় হউন।

তারিখ ঃ অক্টোবর, ২০২৩ইং
সাভার, ঢাকা।

আমিনুর রহমান
অধ্যক্ষ
ব্যাংক কলোনি ল্যাবরেটরি স্কুল।

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

প্রসপেক্টাস

BANK COLONY LABORATORY SCHOOL
ESTD: 2022
পড় তোমার প্রভুর নামে

ব্যাংক কলোনি ল্যাবরেটরি স্কুল

এ-৭৯/৮, ব্যাংক কলোনি, সাভার, ঢাকা।
01613770707, 01608021807
blschool23@gmail.com

শ্রেণি ব্যবস্থা :

শিক্ষাস্তর	শ্রেণি	বয়স	ভর্তি প্রক্রিয়া
প্রাক্-প্রাথমিক	প্লে-গ্রুপ	৩ বছর ৬ মাস +	অভিভাবক (বাবা ও মা) এর স্বাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে
	নার্সারি	৪ বছর ৬ মাস +	
	কেজি	৫ বছর +	
প্রাথমিক	প্রথম	৬ বছর +	অভিভাবক (বাবা ও মা) এর স্বাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে
	দ্বিতীয়	৭ বছর +	
	তৃতীয়	৮ বছর +	
	চতুর্থ	৯ বছর +	ভর্তি পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে
	পঞ্চম	১০ বছর +	
মাধ্যমিক	ষষ্ঠ	১১ বছর +	ভর্তি পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে
	সপ্তম	১২ বছর +	
	অষ্টম	১৩ বছর +	
	নবম	১৪ বছর +	

ভর্তির নিয়মাবলী:

২০০/= (দুইশত) টাকা প্রদান করে অফিস হতে নির্ধারিত আবেদন পত্র সংগ্রহ করতে হবে।
আবেদনপত্রের সাথে যা যা জমা দিতে হবে।
১. ২ কপি পাসপোর্ট সাইজের রঙ্গিন ছবি।
২. প্রার্থীর জন্মনিবন্ধন সার্টিফিকেট এর ফটোকপি জমা দিতে হবে।
৩. পিতা-মাতার (জাতীয় পরিচয় পত্র) এর ফটোকপি।
৪. প্রার্থীর পূর্ববর্তী প্রতিষ্ঠানের ছাড়পত্র ও প্রোগ্রেসিভ রিপোর্ট।

শিক্ষার্থীদের জন্য শ্রেণি ভিত্তিক ফি সমূহ ঃ

শ্রেণি	ভর্তি ফি (নতুনদের জন্য)	সেশন চার্জ (বাৎসরিক)	আই.সি.টি চার্জ (বাৎসরিক)	ইউটিলিটি ও ব্যবহারিক (বাৎসরিক)	বেতন (মাসিক)
প্লে-কেজি	৪০০০/-	৬০০০/-	৫০০/-	১২০০/-	১০০০/-
১ম-৩য়	৪০০০/-	৬০০০/-	৫০০/-	১২০০/-	১১০০/-
৪র্থ-৫ম	৪০০০/-	৬০০০/-	৫০০/-	১২০০/-	১২০০/-
৬ষ্ঠ-৮ম	৪০০০/-	৬০০০/-	৫০০/-	১২০০/-	১৩০০/-
৯ম-১০ম	৪০০০/-	৬০০০/-	৫০০/-	১২০০/-	১৫০০/-

১৩। কোনো শিক্ষার্থী স্কুল চলাকালীন বা অন্য সময়ে স্কুল ক্যাম্পাসের ভিতর বা বাহিরে স্কুল ইউনিফর্ম পরিধান করে কোনো অসৎ কাজ বা আপত্তিকর আচরণ অথবা আইন শৃঙ্খলা পরিপন্থি কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকলে তার বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

সম্মানিত অভিভাবকগণ ডায়রি দেখে ছাত্র-ছাত্রীদের দৈনন্দিন কার্যক্রমের বিষয়ে নিশ্চিত হবেন এবং প্রয়োজনে শিক্ষার্থীর যে কোন সমস্যা নিয়ে সংশ্লিষ্ট শ্রেণি শিক্ষক/অধ্যক্ষের সাথে যোগাযোগ করবেন। শিক্ষার্থী সম্পর্কে যে কোন বিষয়ে আলোচনার জন্য স্কুল থেকে আমন্ত্রণপত্র পাওয়ার পর নির্ধারিত দিনে ও সময়ে অভিভাবকগণ অবশ্যই অধ্যক্ষ/শ্রেণি শিক্ষকের সাথে যোগাযোগ করবেন। মনে রাখতে হবে অভিভাবক, অধ্যক্ষ/শ্রেণি শিক্ষকের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলে একজন শিক্ষার্থীর পাঠোন্নতি ও সচ্চরিত্র গঠন সম্ভব।

শিক্ষার্থীর পোশাক :

ছাত্রদের জন্য নির্ধারিত পোশাক :

প্লে থেকে দ্বিতীয় শ্রেণি ঃ সাদা শার্ট, স্কুল নির্ধারিত টাই, সোল্ডার, ডিপ ব্লু হাফ প্যান্ট/ ফুল প্যান্ট, সাদা মোজা, কালো জুতা।

তৃতীয় থেকে দশম শ্রেণি ঃ সাদা শার্ট, স্কুল নির্ধারিত টাই, সোল্ডার, ডিপ ব্লু ফুল প্যান্ট, সাদা মোজা, কালো জুতা।

শীতকালীন পোশাক ঃ নেভী ব্লু হাফ / ফুল সোয়েটার।

ছাত্রীদের জন্য নির্ধারিত পোশাক :

প্লে থেকে দ্বিতীয় শ্রেণি ঃ সাদা শার্ট, স্কুল নির্ধারিত টাই, সোল্ডার, ডিপ ব্লু স্কার্ট (রুমাল ছাট), সাদা মোজা, কালো পাম্পসু। মেয়েদের চুল ছোট হলে ২ ঝুঁটি সাদা গার্ডার/ সাদা ফিতা দিয়ে অথবা চুল বড় হলে দুই বেনি।

তৃতীয় থেকে দশম শ্রেণিঃ নেভী ব্লু এপ্রোন, নেভী ব্লু কামিজ, সাদা সালোয়ার, সাদা স্কার্ফ (পরিমিত মাপের) সাদা মোজা, কালো পাম্পসু। এপ্রোনের হাতায় গ্রুপ ভিত্তিক লোগো থাকবে।

শীতকালীন পোশাক ঃ নেভী ব্লু ফুল হাতা সোয়েটার / কার্ডিগান।

শ্রেণি কার্যক্রমের সময়সীমা ঃ নির্ধারিত ছুটির দিন ছাড়া প্রতিদিন সকাল ৮:০০ টা থেকে ২:০০ টা পর্যন্ত স্কুল খোলা থাকে। সাপ্তাহিক ছুটি শুক্রবার ও শনিবার।

শাখা ভিত্তিক সময়সীমা ঃ প্রভাতী শাখা ঃ সকাল ৮:৩০ টা থেকে ১১:০০ টা পর্যন্ত।

ঃ দিবা শাখা ঃ সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ২:০০ টা পর্যন্ত।

ডে-কেয়ার ঃ বিকাল ৪:০০ টা থেকে রাত ৮:৩০ পর্যন্ত।

ভূমিকা :

রাজধানী ঢাকার অদূরে অনন্য সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান **'ব্যাংক কলোনি ল্যাবরেটরি স্কুল'**। নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রত করা এবং জীবন ঘনিষ্ঠ, কর্মমুখী ও যুগোপযোগী শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলাই এ প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য। শিশুকে শৈশবকাল থেকেই জ্ঞানার্জনে আগ্রহী করে তুলতে শিক্ষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অনস্বীকার্য। এ কাজটি সুপরিকল্পিতভাবে সম্পন্ন করার মাধ্যমে দক্ষ এবং যোগ্য মানব সম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে **'ব্যাংক কলোনি ল্যাবরেটরি স্কুল'**।

বিগত সময়ের মত শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে শিক্ষার জাতীয় উদ্দেশ্যকে সার্বিকভাবে সার্থকতা দান করতে **'ব্যাংক কলোনি ল্যাবরেটরি স্কুল'** প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। মুখস্থ ও পরীক্ষা নির্ভর সনাতন পদ্ধতির পরিবর্তে শিক্ষাকে আনন্দময় করে তোলা এবং শ্রেণিকক্ষেই পাঠদান সম্পন্ন করে ধারাবাহিক মূল্যায়নের ব্যবস্থা রেখে স্কুলে নতুন শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও উন্নয়ন করা হয়েছে। প্রতিযোগিতা মূলক বিশ্বের চাহিদার সাথে তাল রেখে শিক্ষার্থীকে দক্ষ করে গড়ে তুলতে সংবেদনশীল, জবাবদিহিমূলক, একীভূত ও অংশগ্রহণ মূলক শিক্ষা কার্যক্রম নিশ্চিত করার পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। শিক্ষার্থীদের দৃষ্টিভঙ্গির জ্ঞান, যোগ্যতা, মূল্যবোধ ও দক্ষতা গড়ে তুলতে ব্যাংক কলোনি ল্যাবরেটরি স্কুল নতুন শিক্ষানীতি অনুযায়ী পাঠদান পরিকল্পনাকে ঢেলে সাজিয়েছে।

উন্নত বিশ্বের সাথে প্রতিযোগিতায় একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় শিক্ষার্থীদেরকে যোগ্য ও দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে তুলতে **'ব্যাংক কলোনি ল্যাবরেটরি স্কুল'** একঝাঁক নিবেদিত প্রাণ যোগ্য ও প্রশিক্ষিত শিক্ষকমণ্ডলী নিষ্ঠার সাথে পাঠদানে নিয়োজিত আছেন। আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি সহ-পাঠক্রমিক শিক্ষার মাধ্যমে প্রতিভার বহুমুখী বিকাশ সাধনে বিশ্বব্যাপী যে নতুন ধারণার উন্মেষ ঘটেছে তা বাস্তবায়নে 'ব্যাংক কলোনি ল্যাবরেটরি স্কুল' প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণের ব্যবস্থা করেছে। বিশ্বায়ন (Globalization) ও ডিজিটাল যুগ (Digitalization) যুগোপযোগী দক্ষ ও যোগ্য আলোকিত মানুষ গড়ে তুলতে সরকারের নতুন শিক্ষাক্রম রূপরেখায় নির্ধারিত লক্ষমাত্রা বাস্তবায়নে **ব্যাংক কলোনি ল্যাবরেটরি স্কুল** প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :

- শিক্ষার্থীদের নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রত করে কর্মমুখী ও যুগোপযোগী শিক্ষা প্রদান। শিক্ষার্থীদের পারিবারিক,
- সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিসরে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা।
- বিশ্বমানের শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে উন্নত মানব সম্পদ তৈরি করা এবং শিক্ষার্থীদেরকে উচ্চ শিক্ষার উপযোগী করে গড়ে তোলা।

অবস্থান ও অবকাঠামো :

সাভার পৌরসভার প্রাণকেন্দ্রে সুন্দর ও সহজ যাতায়াত ব্যবস্থা সমন্বিত পরিবেশে **'ব্যাংক কলোনি ল্যাবরেটরি স্কুল'** এর অবস্থান। ব্যাংক কলোনী এলাকায় খোলা মেলা পরিবেশে গড়ে উঠেছে **'ব্যাংক কলোনি ল্যাবরেটরি স্কুল'** নিশ্চিত করা হয়েছে মনোরম, নিরিবিলি ও শিক্ষা উপযোগী পরিবেশ।

উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য :

- জাতীয় শিক্ষানীতির ভিত্তিতে যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম।
- মনো-বৈজ্ঞানিক ও Audio Visual পদ্ধতির সার্থক প্রয়োগে সুসজ্জিত শ্রেণিকক্ষ।
- অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলীর সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধান এবং প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর নিয়মিত মনিটরিং।
- ড্রয়িং, হস্তলিখন, আবৃত্তি, অভিনয় ইত্যাদি বিষয়ে অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।
- শিক্ষার অনুপম (স্বাস্থ্য উপযোগী ও কোলাহল মুক্ত) পরিবেশ ও সার্বক্ষণিক নিরাপত্তার সুবিধা।
- আর্ট স্কুল, আধুনিক বিজ্ঞানাগার, সমৃদ্ধ কম্পিউটার ল্যাব ও ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ ক্লাস সুবিধা।
- শারীরিক ও মানসিক বিকাশের স্বার্থে শিশুদের উপযোগী খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের ব্যবস্থা।
- Web site,Digital Attendance, C.C ক্যামেরা, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের ব্যবহার।

শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি :

'ব্যাংক কলোনি ল্যাবরেটরি স্কুল' শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি দেশের আর্থ-সামাজিক চাহিদা ও শিশুর গ্রহণ ক্ষমতার সাথে সঙ্গতি রেখে সাজানো হয়েছে। **'জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড'** কর্তৃক প্রণীত পাঠ্যসূচির সাথে আধুনিক, সৃজনশীল ও জীবনধর্মী শিক্ষার কৌশলগত পাঠক্রম পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শিক্ষাকে আনন্দময় করে তোলা এবং শ্রেণি কক্ষেই পাঠদান সম্পন্ন করার ব্যবস্থা রেখে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও উন্নয়ন করা হয়েছে। পরিমার্জিত নতুন কারিকুলামে পরীক্ষা পদ্ধতির চেয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীর শিখনকালীন মূল্যায়ন বা ধারাবাহিক মূল্যায়নকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পুরো শিক্ষাক্রম হবে শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক, পড়াশোনা হবে আনন্দময়। বিষয়বস্তু ও পাঠ্যপুস্তকের বোঝা ও চাপ কমানো হবে। মুখস্ত নির্ভরতার বিষয়টি যেন না থাকে, এর বদলে অভিজ্ঞতা ও কার্যক্রম ভিত্তিক শেখাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। শিক্ষার্থীর দৈহিক ও মানসিক বিকাশে খেলাধুলা ও অন্যান্য কার্যক্রমকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। নতুন শিক্ষাক্রম অনুযায়ী শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষেই যেন অধিকাংশ পাঠদান সম্পন্ন করতে পারে সেই ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

১। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিতি বাধ্যতামূলক। প্রতি শিক্ষাবর্ষে শিক্ষার্থীকে অবশ্যই কমপক্ষে ৯০% ক্লাসে উপস্থিত থাকতে হবে।

২। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে ক্লাস শুরুর ১৫ মিনিট পূর্বে স্কুলে আসতে হবে এবং যথারীতি সমাবেশ (পিটি ক্লাস) এ যোগদান করতে হবে।

৩। অনুপস্থিতির জন্য অভিভাবকদের স্বাক্ষর যুক্ত দরখাস্ত পরবর্তী কর্মদিবসে শ্রেণি শিক্ষকের কাছে জমা দিতে হবে। বিনা অনুমতিতে অনুপস্থিতির জন্য দৈনিক ১০/- (দশ) টাকা হারে জরিমানা দিতে হবে।

৪। শিক্ষার্থীকে নিয়মিত ভালভাবে দাঁত ব্রাশ করে, হাত মুখ ধুয়ে, নখ কেটে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে প্রতিদিন স্কুল/কলেজ ইউনিফর্ম পরিধান করে স্কুলে/কলেজে আসতে হবে। ডায়েরি, খাতা, বই ও অন্যান্য উপকরণাদি, টিফিন বক্স, পানির ফ্লাস্ক, রুমাল ইত্যাদি সাথে আনতে হবে।

৫। প্রতি পিরিয়ডে শিক্ষক / শিক্ষিকাগণ যা পাঠদান করেন তা সংক্ষিপ্তভাবে ডায়রিতে লিপিবদ্ধ করতে হবে। অভিভাবকগণ ডায়রি দেখে ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ প্রস্তুতিতে সহায়তা করবেন এবং যথাস্থানে স্বাক্ষর করবেন।

৬। শ্রেণিকক্ষে পাঠদান চলাকালে কোন অভিভাবক কর্মরত শিক্ষক/শিক্ষিকার সাথে আলোচনা করতে পারবেন না। প্রয়োজনে অধ্যক্ষ/শ্রেণি শিক্ষকের সাথে আলোচনা করার জন্য অফিস এর মাধ্যমে যোগাযোগ করবেন।

৭। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে সহপাঠীদের সাথে হৃদ্যতাপূর্ণ আচরণ করতে হবে। উপরের শ্রেণির ছাত্র- ছাত্রীদের প্রতি সম্মান ও নিচের শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি সহানুভূতি ও স্নেহ প্রদান করতে হবে।

৮। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে প্রতিষ্ঠানের নিয়ম যথারীতি মেনে চলতে হবে। শ্রেণি কক্ষে অযথা গোলমাল, বারান্দায় আসা, দৌড়ঝাপ, হৈচৈ এবং কারো প্রতি অশোভন আচরণ করতে পারবে না। এ ধরণের আচরণের জন্য শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

৯। কোন ছাত্র-ছাত্রী অসুস্থতা জনিত কারণে যদি কোন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে না পারে তাহলে, ডাক্তারের সার্টিফিকেট ও অভিভাবকের স্বাক্ষরসহ দরখাস্ত জমা দিতে হবে। অন্যথায় ঐ শিক্ষার্থীর প্রমোশনের বিষয় বিবেচনা করা হবে না। তবে এই দরখাস্ত এক শিক্ষাবর্ষে শুধু একবার বিবেচনা করা হবে।

১০। অসদাচরণ, প্রতিষ্ঠান ও দেশের আইন-শৃঙ্খলা বিরোধী কোন কাজে কোন শিক্ষার্থী লিপ্ত হলে কর্তৃপক্ষ ২৪ ঘন্টার নোটিশে তাকে প্রতিষ্ঠান থেকে বহিষ্কার করতে পারবে।

১১। চূড়ান্ত ফলাফলে অকৃতকার্য হলে পরবর্তী শ্রেণিতে ভর্তির জন্য বিবেচিত হবে না।

১২। শিক্ষার্থীদের জন্য স্কুল নির্ধারিত টিফিন বাসা হতে প্রস্তুত করে আনতে হবে। বাহিরের কোন প্রকার খাবার কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত টিফিন হিসেবে খাওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

পরীক্ষা পদ্ধতি :

১। বছরে মোট দুইটি পার্বিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় (অর্ধবার্ষিক এবং বার্ষিক)।
২। প্রতি পার্বিক এর পূর্বে নিয়মিত ক্লাস টেস্ট ছাড়াও দুইটি মডেল টেস্ট/মিডটার্ম পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।
৩। প্লে-৩য় শ্রেণি পর্যন্ত শতভাগ শিখনকালীন ধারাবাহিক মূল্যায়ন হয়।
৪। ৪র্থ-৫ম শ্রেণিতে সামষ্টিক মূল্যায়ন ৩০% ও শিখনকালীন মূল্যায়ন ৭০% এবং ৬ষ্ঠ-১০ম শ্রেণিতে সামষ্টিক মূল্যায়ন ৪০% ও শিখনকালীন মূল্যায়ন ৬০% হয়।
৫। সকল পরীক্ষায় নার্সারি থেকে ৩য় শ্রেণির জন্য পাস নম্বর ৫০% এবং ৪র্থ শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণির জন্য পাস নম্বর ৪০%।
৬। অর্ধবার্ষিক ও বার্ষিক পরীক্ষার গড় নম্বর নিয়ে চূড়ান্ত ফলাফল প্রস্তুত করা হয় এবং এর ভিত্তিতে চূড়ান্ত মেধা তালিকা তৈরি করা হয়।
৭। যদি কোনো শিক্ষার্থী নির্ধারিত সময়ে পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয় তবে পরবর্তীতে উক্ত পরীক্ষা কোনো অবস্থাতেই গ্রহণ করা হয় না।

উল্লেখ্য, ছাত্র-ছাত্রীদের মূল্যায়ন / সার্বক্ষণিক মনিটরিং এর সুবিধার্থে স্কুল ডায়রিতে প্রতি দিনের Class Performance এর উপর সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের মন্তব্য, ক্লাস টেস্ট ও সাপ্তাহিক/ মাসিক/ মিডটার্মসহ সকল পরীক্ষার খাতা মূল্যায়নের পর অভিভাবকগণের স্বাক্ষর ও মতামতের জন্য পাঠানো হয়।

কেন্দ্রীয় পরামর্শ কোষ :

ক্লাসে ছাত্র-ছাত্রীদের পারফরমেন্সের উপর ভিত্তি করে যে মূল্যায়ন প্রণীত হয় তার নিরিখে মেধা বিকাশের জন্য বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ উন্মুক্ত। অভিভাবকবৃন্দ রিপোর্ট কার্ড পাওয়ার পর কেন্দ্রীয় পরামর্শ কোষের সাথে আলোচনা করে শিক্ষার্থীর উন্নতি বিধানে পরামর্শ নিতে পারবেন।

শিক্ষার্থীদের জন্য অনুস্মরণীয় কতিপয় আচরণ বিধি :

ছোটবেলা থেকে নিয়মিত শৃঙ্খলা মেনে চলার অভ্যাস গড়ে তোলার ক্ষেত্রে **'ব্যাংক কলোনি ল্যাবরেটরি স্কুল'** বিশেষ গুরুত্বারোপ করে থাকে। শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক, কর্মকর্তা, কর্মচারীদের সমন্বিত নিয়ম শৃঙ্খলা ও আচার আচরণের উপর শিক্ষার আদর্শ পরিবেশ নির্ভরশীল। এ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের পাশাপাশি সম্মানিত অভিভাবকদের সহযোগিতা আন্তরিকভাবে কাম্য। **'ব্যাংক কলোনি ল্যাবরেটরি স্কুল'** এর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অবশ্য পালনীয় নিয়ম কানুন নিম্নে উল্লেখ করা হল ঃ

পাঠদান পদ্ধতি :

মুখস্থ নয় বরং অনুধাবন করার ক্ষমতা সৃষ্টি, নিরানন্দ পাঠের পরিবর্তে জীবনধর্মী এবং আনন্দঘন পাঠদান ব্যবস্থার অনুস্বরণ।
ইংরেজি ও গণিত বিষয়ের গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে এ দু'টি বিষয়ে নির্ধারিত ক্লাস ছাড়াও অতিরিক্ত অনুশীলন ক্লাসের ব্যবস্থা।
পরীক্ষা ভীতি দূর করার জন্য নিয়মিত ক্লাস টেস্টের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের ধারাবাহিক মূল্যায়নের ব্যবস্থা।
আধুনিক কম্পিউটার ল্যাব, বিজ্ঞানাগার ও ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাবের মাধ্যমে হাতে-কলমে শিক্ষা।
শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ (Participation Method) এর মাধ্যমে পাঠ সহজবোধ্য করে উপস্থাপন ও শ্রেণি কক্ষেই শিক্ষা অর্জন সম্পন্ন।
মনো-বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি (Audio Visual) পদ্ধতির সার্থক প্রয়োগে শ্রেণিকক্ষ (Center of Excellence) বা উৎকর্ষের কেন্দ্রবিন্দুতে সজ্জিত করে Edutainment (শিক্ষা ও বিনোদন) ও Infotainment (তথ্য বিনোদন) এর সুন্দর সমসত্ত্ব প্রক্রিয়ায় শিক্ষাদান।
SSC পরীক্ষার্থীদের জন্য নবম শ্রেণির শুরু থেকেই বিশেষ ব্যবস্থা।
পিছিয়ে পড়া ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য বিশেষ মনিটরিং ব্যবস্থা।
প্রতিদিনের পড়া সংক্ষেপে ডায়রিতে লিখে নেয়া / দেয়া হয় যা অভিভাবক কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয় এবং ছাত্র-ছাত্রীদের মনিটরিং এর লক্ষ্যে নিয়মিত অভিভাবক সমাবেশ/যোগাযোগ ব্যবস্থা।
নিয়মিত ক্লাস টেস্ট/টিউটোরিয়াল পরীক্ষার পাশাপাশি কোর্স শেষে প্রয়োজনীয় সংখ্যক মডেল টেস্ট ব্যবস্থা।
শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি ও সমস্যাবলী পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার জন্য প্রতি সপ্তাহে শিক্ষক মিটিং এর ব্যবস্থা।
বার্ষিক শিক্ষাদান কর্মসূচি (Scheme of teaching) প্রণয়নের মাধ্যমে শিক্ষাদান কার্যক্রমকে অধিকতর ফলপ্রসু করার ব্যবস্থা।

সহ-পাঠক্রমিক কার্যক্রম :

শিশুর সৃজনশীল প্রতিভার পরিপূর্ণ বিকাশের লক্ষ্যে স্কুলে নিম্ন লিখিত সহ-পাঠ্যক্রমিক কার্যাবলীর ব্যবস্থা রয়েছে ঃ

ক) আর্ট স্কুল ঃ শিশুদের মননশীল বিকাশের জন্য এখানে রয়েছে একটি স্বতন্ত্র আর্ট স্কুল। এখানে শিক্ষার্থীদের সৃষ্টিশীল প্রতিভা বিকাশের লক্ষ্যে ড্রয়িং, হস্তলিখন, আবৃত্তি, অভিনয়, গান ইত্যাদি সহায়ক বিষয়ে অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। স্কুলের প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ড্রয়িং ও হস্তলিখনকে একটি শৈল্পিক মানে উন্নীত করার লক্ষে আর্ট স্কুলে অতিরিক্ত ক্লাসের ব্যবস্থা রয়েছে।

খ) লাইব্রেরি ও ল্যাংগুয়েজ ক্লাব ঃ বিশ্বায়ন (Globalization) প্রক্রিয়ায় গোটা পৃথিবী আজ Global Village- এ পরিনত হয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় নিজেদের সম্পৃক্ত করতে স্কুলের শিক্ষা কর্মসূচিতে ইংরেজিকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত ইংরেজি শিক্ষার রীতি ও Audio Visual Aid এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের দক্ষ করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে Language Club যাতে শিক্ষার্থীরা মাধ্যমিক স্তরেই ইংরেজি বিষয়ে চারটি দক্ষতা (Listening, Speaking, Reading & Writing) যথাযথভাবে অর্জন করতে সক্ষম হয়। এছাড়াও অত্র প্রতিষ্ঠানে রয়েছে একটি সমৃদ্ধ লাইব্রেরি। লাইব্রেরিতে সুনামধন্য লেখকদের বিভিন্ন বিষয়ের দেশী-বিদেশী প্রচুর বই সংগ্রহে রয়েছে এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা নিয়মিত সরবরাহ করা হয়। আগামীতে লাইব্রেরির উদ্যোগে ছাত্র/ছাত্রীদের বই পড়ার অভ্যাস বৃদ্ধির জন্য বই পড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে।

গ) আধুনিক কম্পিউটার ল্যাব ও বিজ্ঞানাগার ঃ তথ্য-প্রযুক্তি (IT) নির্ভর বর্তমান বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলার উপযোগী দক্ষ ও যোগ্য মানব সম্পদ তৈরীতে নিরলস প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে **'ব্যাংক কলোনি ল্যাবরেটরি স্কুল'**- এ রয়েছে একটি আধুনিক কম্পিউটার ল্যাব। কম্পিউটার ল্যাবের সার্বিক সুবিধা প্রদান করে নার্সারি ও কেজি ক্লাসে কম্পিউটারে বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রাম প্রদর্শনের মাধ্যমে মৌলিক বিষয়ে শিক্ষাদান করা হয়। ১ম শ্রেণি থেকে কম্পিউটার বিষয়ে শিক্ষা দানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরকে কম্পিউটার বিষয়ে ক্ষুদ্র প্রোগ্রামার হিসেবে গড়ে তোলা হয়। মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান বিষয়ক সকল ব্যবহারিক ক্লাসের জন্য পর্যাপ্ত উপকরণ দিয়ে সাজানো হয়েছে সমৃদ্ধ বিজ্ঞানাগার।

ঘ) ধর্মীয় শিক্ষা ঃ শিক্ষাগত যোগ্যতার পাশাপাশি শিক্ষার্থীর চারিত্রিক ও নৈতিক দৃঢ়তা আনয়নে ধর্মীয় শিক্ষার বিকল্প নেই। 'সুস্থ দেহে সুন্দর মন' সৃষ্টির জন্যে নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রত করতে শিক্ষার্থীদের স্ব-স্ব ধর্মের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়।

ঙ) ডে-কেয়ার ঃ বিদ্যালয়ের নিজস্ব তত্ত্বাবধানে ডে-কেয়ার ব্যবস্থা চালু আছে।

চ) সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম ঃ প্রতি সপ্তাহে বিশেষজ্ঞ শিক্ষক দ্বারা কুরআনের ক্লাস, বাংলা উচ্চারণের ক্লাস, আবৃত্তি, বিতর্ক, হামদ-নাত ও গানের ক্লাসের আয়োজন করা হয়। এছাড়াও সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে উৎসাহী ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিভা বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করা হয়।

ছ) খেলাধুলা ঃ আউটডোর-ইনডোর খেলাধুলার মাধ্যমে নিয়মিত ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়া বছরের বিশেষ দিবস গুলোতে নানা রকম ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়।

জ) দেয়ালিকা ও ম্যাগাজিন ঃ শিক্ষার্থীদের মননশীলতা বিকাশের জন্য নিয়মিত 'চারুপাতা','অঙ্কুর' ও 'প্রয়াস' নামে দেয়ালিকা এবং ম্যাগাজিন প্রকাশ করার ব্যবস্থা রয়েছে।

ঝ) শিক্ষা সফর ও বনভোজন ঃ বাস্তবধর্মী জ্ঞান লাভে আনন্দদায়ক কর্মসূচির অংশ হিসেবে প্রতি বছর শিক্ষাসফর ও বনভোজনের ব্যবস্থা রয়েছে।

স্বাস্থ্য সেবা :

অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা নিয়মিত শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে এবং সেই সাথে রয়েছে নিয়মিত স্বাস্থ্য রক্ষায় চিকিৎসক ও অভিভাবকদের মধ্যে মত-বিনিময় সভার ব্যবস্থা। এছাড়াও প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা 'ক্ষুদে ডাক্তার' কার্যক্রম নিয়মিত ভাবে পরিচালিত হয়।

নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ব্যবস্থা :

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করণে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ অপরিহার্য। কিন্তু লোডশেডিং এর কারণে পাঠদান প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। এই বাস্তবতা উপলব্ধি করে আমরা স্কুলে জেনারেটরের ব্যবস্থা করেছি।

ICT সেবা :

বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত শিক্ষার্থীদের অভিভাবককে SMS এর মাধ্যমে অবহিত করা হয়। বিভিন্ন নোটিশ, পরীক্ষার রুটিন, পরীক্ষার ফলাফলসহ যাবতীয় তথ্য শিক্ষার্থীর নিজ নিজ আইডির মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয়। এর ফলে অভিভাবকগণ ঘরে বসেই মুঠোফোনে সকল তথ্য পেয়ে থাকেন।

শিক্ষকমণ্ডলী ও শ্রেণিশিক্ষক :

দেশের উচ্চ শিক্ষিত, প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত অভিজ্ঞ ও দক্ষ শিক্ষকমন্ডলী **'ব্যাংক কলোনি ল্যাবরেটরি স্কুল'** এর পাঠদানের দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন। সু-স্বাস্থ্যের অধিকারী, অভিজ্ঞ, জড়তামুক্ত, প্রতিভাবান শিক্ষকমন্ডলীর নিবিড় স্নেহের পরশে শিক্ষার্থীদের বেড়ে উঠার পরিবেশ নিশ্চিত করা হয়েছে। প্রত্যেক শ্রেণির দায়িত্ব একজন শিক্ষকের (শ্রেণি শিক্ষক) উপর অর্পিত। শিক্ষার্থী এবং অভিভাবক যে কোন সমস্যা ও অন্যান্য বিষয়ে অধ্যক্ষ/উপাধ্যক্ষ ছাড়াও শ্রেণি শিক্ষকের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

ছাত্র-ছাত্রীদের মূল্যায়ন পদ্ধতি:

ছাত্র-ছাত্রীদের যথাযথ মূল্যায়ন এবং পড়ালেখার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এ প্রতিষ্ঠান পরীক্ষা পদ্ধতিতে এনেছে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন। অভিভাবকগণ কর্তৃক বহুল প্রশংসিত বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তি নির্ভর এই পদ্ধতি ব্যয় বহুল হওয়া সত্ত্বেও এই প্রতিষ্ঠানে মিডটার্ম এবং পার্বিক এই দুই পদ্ধতির পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।